গাংনীতে গ্রামবাসীর উদ্যোগে পানি নিস্কাশন

অর্ধশত বছর আগে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না রেখে অপরিকল্পিত ভাবে যত্রতত্র পুকুর খনন করায় পানিতে আবদ্ধ গ্রামবাসীদের নিজ প্রচেষ্টা আর নিজ অর্থে ড্রেনেজ ব্যাবস্থা করছে মেহেরপুর জেলার গাংনীর ষোলটাকা গ্রামবাসী। পাঁচ লক্ষাধিক টাকা খরচ করে অস্থায়ী ভাবে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হলেও স্থায়ী দুর্ভোগ লাঘবে গ্রামবাসির দাবী সরকারি সহযোগীতা।

এলকাবাসী জানায়, প্রতিবছর বর্ষায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো মৌসুমটা পানির নিচে তলিয়ে থাকে ষোলটাকা গ্রামের প্রায় আড়াই শতাধিক পরিবার। গ্রামের মধ্যে রাস্তার দু ধারে পুকুর থাকায় গ্রামের জমে থাকা পানি নিষ্কাশন হয়না। ফলে পানিবন্দী হয়ে পড়ে পুরো গ্রামের মানুষ।

অনেক পরিবার কয়েক সপ্তাহ পরে পানিবন্দী দশা থেকে কিছুটা রেহাই পেলেও আড়াই শতাধিক পরিবার পানিবন্দী হয়ে থাকে প্রায় সারা বছর। গ্রামের যত্রতত্র পুকুর থাকায় সব আবাদ ছেড়ে দিয়ে শুধু মাত্র মাছ চাষই একমাত্র অর্থ উপার্জনের মাধ্যম এলাকাবাসীর।

একারনে পুকুর মালিকদের কিছইু বলতে পারেনা পানিতে বন্দী হওয়া ভুক্তভোগী পরিবার গুলি।

দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ভাবে সরকারি সহযোগীতা না পেয়ে অবশেষে এলাকার সমস্যাকে সকলের সমস্যা মনে করে গ্রামবাসির আর্থিক সহযোগীতার আহব্বান করেন স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য দেলোয়ার হোসেন, স্থানীয় যুবক মুনতাসির মিলন আশা এবং জাহিদ আলম।

শুরু হয় টাকা আদায়ের কাজ। এভাবে প্রায় ৫ লাক্ষাধিক টাকা আদায় করা হয় গ্রাম ঘুরে। উক্ত টাকায় শুরু করা হয় রাস্তার পাশ দিয়ে ড্রেন নির্মানের কাজ। স্কেভিটর মেশিন দিয়ে প্রায় ১ কিলোমিটার ড্রেন খনন ও প্লাস্টিক পাইপ দিয়ে একটি খালে পানি নিষ্কাশন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সাবেক ইউপি সদস্য দেলোয়ার হোসেন জানান, আমরা গ্রামের মানুষকে পানিবন্দি থেকে রেহাই দিতে অস্থায়ী ভাবে পাইপ দিয়ে পানি নিষ্কাশন

করার ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। তবে এটি কোনো স্থায়ী সমাধান নয়। স্থায়ী সমাধানে সরকারি ভাবে উদ্যোগ নিলে দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাবে গ্রামবাসী।

স্থানীয় যুবক মুনতাসির মিলন আশা বলেন, অনেক বছর আগে যারা ভুল করে যত্রতত্র পুকুর খনন করেছেন তাদের ভুলের খেশারত এখন পুরো গ্রামবাসিকে দিতে হচ্ছে। তবে সরকারি সহযোগীতা ও হস্তক্ষেপ না থাকলে ষোলটাকা গ্রামটি মেহেরপুর জেলার মানচিত্রে একদিন পুকুর হিসেবেই দেখা যাবে।

ষোলটাকা গ্রামের আর এক উদ্যোমি যুবক জাহিদ হাসান বলেন, আমরা এলকার মানুষ যা করেছি তা মাত্র সামান্য। জনপ্রতনিধিরা বারবার আশ^◌াস দিলেও বাস্তবে তার উল্টো হয়েছে।

ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি বলেন, আমার নির্বাচনের পর থেকে জেলা প্রশাসক বরাবর অনেক বারই আবেদন করা হয়েছে। কিন্ত কোন সুরাহা হয়নি। তবে গ্রামবাসীর দুর্দশা লাঘবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি। আগামী সরকারি বরাদ্দ এলে সহযোগীতা করা হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ বলেন, গ্রামবাসির দুর্দশার কথা আমি সরেজমিনে দেখে সরকারি ভাবে যা করার বা আমার যতটুকু করনীয় গ্রামবাসিকে সেভাবে সহযোগীতা দেব।

আত্মসমর্পণ করে ৫ দিনে সাড়ে ১৭ হাজার আসামির জামিন

গত ১২ থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত অধস্তন আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পেয়েছে ১৭ হাজার ৫৯০ জন আসামি। পাঁচহাজর ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণের পর এদের জামিন হলেও কারাগারে পাঠানো হয়েছে এক হাজার ১৭৪ জন আসামিকে।

রবিবার সুপ্রিম কোর্টের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান

এ তথ্য জানিয়ে বলেন, গত ১২ জুলাই থেকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত (রোববার-বৃহস্পতিবার) সারা দেশের অধস্তন আদালতে পাঁচহাজার ৩১৯টি মামলায় আত্মসমর্পণ আবেদন নিষ্পত্তি হয়। মোট ১৭ হাজার ৫৯০ জন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এক হাজার ১৭৪ জন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত ১২ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট প্রশাসন জানায়, গত ৫ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত পাঁচদিনে সারা দেশে সিএমএম ও সিজেএম কোর্ট থেকে ২৩ হাজার ৩৯৬ জন আত্মসমর্পণ করে জামিন নিয়েছেন।

এসময়ে ছয় হাজার ৫৮৮টি আত্মসমর্পণ পূর্বক জামিনের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

কর্মসংস্থান করতে না পারলে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে : রব

করোনা মহামারির ভয়াবহতায় কয়েক কোটি মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেছেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সভাপতি আ স ম আবদুর রব ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ছানোয়ার হোসেন তালুকদার।

আজ রবিবার এক সংবাদ বিবৃতিতে তারা বলেছেন, কর্মহীন মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে সমাজে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে এবং রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা বিপন্ন হওয়ার পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটবে।

জেএসডি নেতারা বলেন, বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, লকডাউনের সময় দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ৯৮ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছেন। এরমধ্যে ৮৭ শতাংশ মানুষকে খাবার জোগাড় করতে প্রচণ্ড বেগ পেতে হচ্ছে। একবেলা খেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় দিনাতিপাত করছে ৫ শতাংশ মানুষ। শিশু, অন্তঃসত্ত্বা মা ও বয়স্ক মানুষেরা পুষ্টিকর তথা

স্বাভাবিক খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শুধু ত্রাণ দিয়ে কোটি কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন কর্মহীন রাখা মানবজীবনের জন্য আত্মমর্যাদা বোধের পরিচায়ক নয় উল্লেখ করে তারা আরও বলেন, ত্রাণব্যবস্থা একেবারেই সাময়িক, এটা স্থায়ী কোনও সমাধান হতে পারে না। কর্মহীন মানুষের জন্য অবশ্যই দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মসংস্থান ছাড়া কোনও ক্রমেই রাজনৈতিক-সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা এবং তা বজায় রাখা সম্ভব নয়।

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫ দফা প্রস্তাবনা দেওয়া হয় দলটির পক্ষ থেকে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাপকভিত্তিক মাইক্রো ক্রেডিট কর্মসূচি চালু করা, উপআঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন করে দেশের অভ্যন্তরে সুপার হাইওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এবং বৃহৎ পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবসা চালু করা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনায় একদিনে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু

করোনাভাইরাসে গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ৩৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ২ হাজার ৬১৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৪৫৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ২ লাখ ৪ হাজার ৫২৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৪৬ জন এবং মোট সুস্থ ১ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১০ হাজার ৯৩৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০ হাজার ৬২৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৪৫৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ২ লাখ ৪ হাজার ৫২৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শনাক্তের হার ২৩ দশমিক ১৪ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৭ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৯ জন ও নারী ৮ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ২ হাজার ৬১৮ জন।

এ পর্যন্ত যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ২ হাজার ৬৯ জন আর নারী ৫৪৯ জন।

তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৫৪৬ জন এ পর্যন্ত সুস্থ ১ লাখ ১১ হাজার ৬৪২ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৫৪ দশমিক ৫৯ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১ দশমিক ২৮ শতাংশ।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ২০ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৪ জন, ৮১-৯০ বছরের একজন এবং ৯১-১০০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩২ জন এবং বাড়িতে ৫ জন মারা গেছেন।

ডা. নাসিমা আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে ১৫ জন, চট্টগ্রামে ৮ জন, রাজশাহীতে ৩ জন, সিলেটে ২ জন, খুলনায় ৭ জন, রংপুর ও ময়মনসিংহে একজন করে জন মারা গেছেন।

এ পর্যন্ত ঢাকা বিভাগে এক হাজার ২৮৪ জন, চট্টগ্রামে ৬৬৬ জন, রাজশাহী ১৩৯, খুলনায় ১৬৩ জন, বরিশালে ৯৮ জন, রংপুরে ৮৮, সিলেটে ১২২ এবং ময়মনসিংহে ৫৮ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

যুগান্তর রিপোর্ট

দামুড়হুদায় লেবু চাষে লাভবান রমজান আলী

বারোমাসি সিডলেস লেবুর চাষ করে ব্যপক লাভবান হচ্ছেন চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদার হাউলি গ্রামের সফল সবজী চাষি রমজান আলী। নিজ গ্রামের মাঠে দুই বিঘা জমিতে চাষ শুরু করে ভালো লাভবান হওয়ায় এবার আরো তিন বিঘা জমিতে লেবুর চারা রোপন করেছেন।

স্বল্প শ্রম ও উৎপাদন খরচে কয়েকগুণ লাভ হওয়ায় ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ প্রচুর রস ও সুঘ্রাণ যুক্ত এ লেবু স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি মরসুম হিসাবে বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকেন।

লেবু চাষি দামুড়হুদার হাউলী গ্রামের মৃত নুর হক মন্ডলের ছেলে রমজান আলি জানান, ২০১৮ সালের আষাড় মাসে সিলেটে বেড়ায়ে যেয়ে সিডলেস পাতি লেবুর বাগান দেখে সে এই বাগান করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঐ সময় সেখান থেকে ৭০ টাকা পিচ দরে ১৪ হাজার টাকায় ২’শ কলমের চার কিনে আনে। পরবর্তিতে নিজের এক বিঘা ও তিন বছরের চুক্তিতে ৩০ হাজার টাকায় এক বিঘা জমি লীজ নিয়ে ২ বিঘা জমিতে ২’শ চারা রোপন করে।

এসময় ২ বিঘা জমি লীজ নেওয়া শ্রমিক দিয়ে চারা রোপন ও পরিচর্চা বাবদ খরচ হয় ৪৫ হাজার টাকা। চারা লাগানোর ৯ মাসের পর তার বাগানে ফুল আসা শুরু হয়। ঐ বছর সে দুই লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি করে। গাছ বাড়ার সাথে সাথে গছে ফুল ফলে ভরে যায়।

চলতি বছরের রমজান মাসে তার দেড় লক্ষ টাকার লেবু বিক্রি হয়েছে এছাড়াও প্রতি মাসে ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার লেবু বিক্রি হয়। এই লেবু স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ীরা জমি থেকে কিনে নিয়ে যায়।

এছাড়াও তিনি এই লেবু গাছে কলম করে চারা বিক্রি শুরু করেছেন। চলতি বছরে ২ বিঘা জমিতে ১৬ হাজার টাকা খরচ করে ৪ হাজার কলমের চার করে ৩০ টাকা পিচ দরে বিক্রি করছেন। এখান থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার চারা বিক্রি হবে।

বর্তমানে তার এই দুই বিঘা বাগানে পরিচর্চা সার, শ্রমিক মিলিয়ে এক বছরে খরচ হয় ২০ হাজার টাকা। বছরে লেবু ও চারা বিক্রি করে আসে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার মত। চলতি বছর স্বল্প খরচে ভালো লাভবান হওয়ায় সে ১লক্ষ টাকায় ৩ বিঘা জমি লীজ নিয়ে বিভিন্ন জাতের চারা রোপন শুরু করেছে। ইতোমধ্যে প্রায় দুই বিঘা জমিতে লাগানে শেষ হয়েছে। তার দেখা দেখি অনেকেই এই সকল চাষের দিকে ঝুকে পড়েছে।

এই লেবু ছাড়া ও তার ২২ বিঘা জমিতে পেপে, ৬ বিঘা জমিতে কুল, ৬ বিঘা পেয়ারার বাগান, ছাড়াও তরমুজ, গ্রীষ্মকালিন তরমুজ, ভারতীয় বারোমাসী সজিনার ডাটা সহ বিভিন্ন ধরনের চাষাবাদ করে থাকে। সব মিলিয়ে সে একজন সফল চাষি।

উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান বলেন, আমরা নিয়মিত লেবু চাষী রমজান আলীর বাগানের খোঁজ খবর নিয়ে থাকি ও সমস্ত ধরনের পরামর্শ দিয়ে আসছি। সে এই বাগান থেকে ভালো লাভবান হচ্ছে। আমাদের পরামর্শ নিয়ে এ বছর আরো তিন বিঘা জমিতে বাগান বাড়াচ্ছে।

এই অঞ্চলের মাটি বেশ উবর্র এবং এই মাটি সব ধরণের ফসল উৎপাদনে সক্ষম। বেকার যুবকেরা চাইলেই ফসলের চাষ করে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারেন। আমরা তাদের সকল ধরণের সহযোগিতা করবো।

গাংনীতে শিশু যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা- কিশোর আটক

মেরহপুরের গাংনী উপজেলার ভাটপাড়া গ্রামে ৭ বছরের এক শিশুকন্যাকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে মামলা করা হয়েছে। এ অপরাধে হাবিবুর রহমান নামের এক মাদ্রাসা ছাত্রকে আটক করেছে পুলিশ।

আটক কিশোর হাবিবুর রহমান (১৪) ভাটপাড়া গ্রামের স্কুলপাড়ার কৃষক আশাদুল ইসলামের ছেলে ও সাহারবাটি দাখিল মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র।

পুলিশ জানায়, গত পরশু বিকালে কিশোর হাবিবুর রহমান প্রতিবেশী দ্বিতীয় শ্রেনীর এক স্কুল ছাত্রীকে ফুল দিয়ে ফুসলিয়ে ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে যায় এবং তাকে যৌন নিপীড়ন চালানোর চেষ্টা করে এ সময় ওই শিশুর পিতা দেখতে পেয়ে হাবিবুর রহমান কে তাড়া করলে হাবিবুর রহমান পালিয়ে যায়।

পরে শিশুকন্যা তার বাবা মাকে বিষয়টি খুলে বলে। এর আগেও তাকে এধরনের ন্যাক্কার জনক ঘটনা ঘটিয়েছে বলে জানায় শিশুকন্যার মা ববিতা খাতুন। মানস্মানের ভয়ে এর আগে সাবধান করা হয়েছিল।

গতকাল শিশুকন্যার পরিবার থেকে গাংনী থানায় অভিযোগ করলে গাংনী থানা পুলিশের এসআই আব্দুল হান্নান শিশু নিপীড়নকারি হাবিবুর রহমানকে আটক করে।

গতকাল শনিবার রাতে মামলা দায়ের করে শিশু কন্যার মা ববিতা খাতুন। মামলা নং-১৯।

মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা এসএম তারিকুজ্জামান বলেন, মামলা হয়েছে, এ মামলায় ২৭ ধারায় জবানবন্দি নেওয়া হবে।
মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় মহিলা ডাক্তারকে হেনস্থাকারী রহিম গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার আশরাফুন নাহার নীনা ও আরএমও মোর্তজা আরেফিনকে লাঞ্চনাকারী রহিমকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার দিনগত গভীররাতে পাবনার রূপপুরে আত্মগোপনে থাকা রহিমকে গ্রেফতার করা হয়।

থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর বলেন, করোনা মহামারির বিরুদ্ধে দেশের চিকিৎসকরা সন্মুখযোদ্ধা হিসেবে জীবনপন রেখে লড়ে যাচ্ছে। এমন সময় অকারনেই এক মাস্তান হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তারকে লাঞ্চনা করে। ঘটনার পরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জোর চেষ্টা করেছিল। অবশেষে ৪৮ ঘন্টা না যেতেই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই আমিনুল ইসলাম বলেন, ঘটনার পরপর পুলিশের সাড়াশি অভিযানে রহিম পাবনার রূপপুরে পালিয়ে যায়। তার মোবাইল ট্র্যাকিং করে আসামী রহিমের অবস্থান জানতে পারি। শনিবার রাতে রূপপুর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সেও মেডিকেল অফিসার আশরাফুন নাহার নীনা বৃহস্পতিবার (১৬ জুলাই) দুপুরে হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ সময় কুমারী ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে আব্দুর রহিম তার বাবার পায়ের পীড়ার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে হাসপাতালে ঢোকেন। ডাক্তার আশরাফুন নাহার নীনা তার পিতাকে হাসপাতালে নিয়ে আসার পরামর্শ দেন। রোগীকে না দেখে ব্যবস্থাপত্র না দেওয়ারও কথা বলেন।

কিন্ত রহিম তার বাবার অনুপস্থিতিতেই চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিতে চাপাচাপি করতে থাকেন। এ পর্যায়ে দু‘জনে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। এতে ক্ষীপ্ত হয়ে আব্দুর রহিম ডাক্তার নীনার চুলের মুঠি ধরে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেন।

এ সময় আব্দুর রহিমের হুমকি-ধামকিতে ডাক্তার নীনা অসহায় হয়ে পড়লে অপর একটি কক্ষ থেকে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত আরএমও মোর্তজা আরেফিন বেরিয়ে আসেন। ডাক্তার আরেফিন ও নীনা রহিমকে ধরে আটকে ফেলতে যান। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের কলাপসেবল গেইটে তালা লাগিয়ে দেওয়ার আগেই জোরাজুরি করে রহিম দ্রুত হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যান।

ডাক্তার নীনা বলেন, পৌনে দুইটার সময় অপারেশন থিয়েটারের দিকে যাচ্ছিলাম। এ সময় একজন এসে বলেন, তার বাবার পায়ে কাটা ফুটেছে ওষুধ লিখে দিতে। আমি বলেছি, আপনার বাবাকে নিয়ে আসুন তার পায়ের অবস্থা দেখে চিকিৎসা দেব। কিন্ত তিনি রেগে গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। চুলের মুঠি ধরে হাসপাতাল থেকে বের করে দেয়ারও হুমকি দেয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, রহিম

নামের একজন হাসপাতালে ঢুকে কর্তব্যরত ডাক্তারকে গালিগালাজসহ হেনস্থা করেছে। তার নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অবশেষে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করায় তিনি পুলিশকে ধন্যবাদ জানান।

গাংনী পৌরসভায় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবীলের চাল বিতরণ

করেনা কালিন সময়ে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার ৪ হাজার ৬র্শ ৫৭ জন দুস্থ-অসহায় মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ তহবীল হতে প্রাপ্ত জি আর প্রকল্পের চাল বিতরণ করা হয়েছে। আজ রোববার সকালে গাংনী পৌরসভা প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, গাংনী পৌরসভার মেয়র আশরাফুল ইসলাম। এসময় ট্যাগ অফিসার মাহফুজুর রহমান, কাউন্সিলর সাইদুর রহমান ও মিজানুর রহমানসহ কাউন্সিলর, পৌর কর্মকর্তা- কর্মচারী ও সুবিধাভোগিরা উপস্থিত ছিলেন।

করোনা কালিন পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রতি মাসে জন প্রতি ১৫ কেজি করে চাল প্রদান করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী- কন্যাসহ আরো ৫ জনের করোনা শনাক্ত

আলমডাঙ্গায় স্বামী-স্ত্রী-কন্যা সহ আরো পাঁচজনের করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৮টায় প্রত্যকের করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে। এ নিয়ে আলমডাঙ্গায় মোট করোনা রোগীর সংখ্যা

দাড়ালো ৯২ জনে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ জানান, করোনার উপসর্গ দেখা দেয়ায় গত বৃহস্পতিবারে ৫ জনের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। শনিবারে প্রত্যকের করোনা পিজিটিভ রেজাল্ট এসেছে।

এর মধ্যে পৌরসভার গোবিন্দপুর গ্রামের একই পরিবারের চাল ব্যবসায়ী, তার স্ত্রী ও কন্যার করোনা রেজাল্ট পজিটিভ এসেছে।

এছাড়া, গত বৃহস্পতিবারে কালিদাসপুর ইউনিয়নের পাইকপাড়া গ্রামে করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা যাওয়া ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধি ফিরোজ মাহমুদের করোনা পজিটিভ এসেছে। তিনি মৃত্যুর আগে গোপালগঞ্জে একটি ঔষধ কোম্পানীতে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

করোনা উপসর্গ দেখা দেয়ায় তিনি কর্মস্থল ছেড়ে আলমডাঙ্গার পাইকপাড়া গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এবং গত বৃস্পতিবারে করোনা উপসর্গ নিয়েই মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই তার নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়ার পিসিআর র্যাবে পাঠানো হয়।

আর একজন পৌরসভার কলেজপাড়ার বাসিন্দা। তিনি চুয়াডাঙ্গা ডিসি অফিসে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার পৌর শহরের লালব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি

থেকে বের হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শনিবারে এরকম ২৮ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন থানার এএসআই কামরুল ইসলাম।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্র পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।